জুমুআর খুতবা

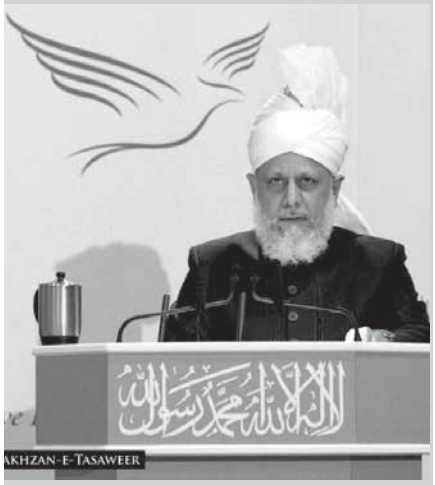

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

আমি নিজের স্মৃতিতে রাবওয়ার জলসার জাঁকজমক ও পুত পবিত্র পরিবেশকে নিয়ে চিন্তা করি, খোদা তাআলার তকদীরকে যা আহমদীয়াতের বিজয়ের তকদীর, এটা নিয়ে চিন্তা করি, আর এটাই প্রত্যেক আহমদীর কাজ।

ঐ তকদীর যা মহানবী (সা.)-কে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে জগতে বিজয়ী করার তকদীর। যেটা মুহাম্মদী মসীহ্‌র জামা'তের সাথে জগতের অধিকাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার তকদীর।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحيم * مَالك يَوْمِ الدِّين *
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

(সূরা বাকারা : ১৮৭)

ইনশাআল্লাহ্ দু'দিন পর ২৬ ডিসেম্বর হতে কাদিয়ানে সালানা জলসা শুরু হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ জলসাকে সব দিক থেকে বরকত মন্ডিত করুন। উপমহাদেশ বিভাজনের পর কয়েক বছর কাদিয়ানের জলসা বিস্তৃত ও ব্যাপক আকারে হয়নি, যে রকম ১৯৪৭ সালের পূর্বে হত। কিন্তু গত দুই দশক থেকে আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এটা অনেক বড় আকার ধারন করেছে। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সফর করেন ব্যাপক সংখ্যায় লোক আসেন। এরপর থেকেই বেশি বেশি লোক আসা শুরু হয়েছে। পরে ২০০৫-এ যখন আমি গিয়েছি সে সময়ও ব্যাপক সংখ্যায় এসেছে।

এরপর খোদা তাআলার ফযলে উপস্থিতি বাড়ছে। যদিও এত হয়নি যত ২০০৫-এ হয়েছিল। কিন্তু তারপরও বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। গত কয়েক দিন থেকে কাদিয়ান জলসার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে রিপোর্ট ইত্যাদি আসছিল। এ রিপোর্ট দেখে রাবওয়ার জলসার চিত্রও সামনে চলে আসে। আজ থেকে ২৭ বছর পূর্বে এদিন রাবওয়া ও পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দিন হত। যেদিন রাবওয়াতে সর্বত্র জলসার ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি চলত। সর্বত্র উৎসাহ, উদ্দীপনা দৃষ্টিগোচর হত। আহমদী স্কুল যেগুলো রাবওয়াতে রয়েছে সেগুলোতে অফিসার জলসা সালানার পক্ষ থেকে ডিউটি ফরম প্রত্যেক আহমদী ছাত্রকে পাঠানো হত, তারা এটা পূরণ করতো তারা কোথায় ডিউটি দিতে চায়। জলসার ব্যবস্থাপনার জন্য কোন স্থানে কোন বিশেষ প্রয়োজন না হলে তারা সাধারনভাবে বাচ্চা ও যুবকদেরকে তাদের পছন্দমত জায়গায় ডিউটি লাগাতেন। ডিউটি নিজের ইচ্ছায় লাভ হোক অথবা জলসার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হোক, যুবকদের মাঝে সেবা প্রদান ও ডিউটি দেয়ার এক আশ্চর্য আবেগ পরিলক্ষিত হত। ২৭ বছরের এক প্রজন্ম, যাদের জন্ম হয়েছে তারা এখন পূর্ণ যুবক।

আর যারা যুবক ছিল তারা আনসারুল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত বরং সম্ভবত আনসারুল্লাহ্‌র ৫৫ বছরের উর্ধ্বে সফে আওয়াল চলে গেছেন। বাচ্চা যারা যুবক হয়েছে তাদের হয়ত ডিউটির অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি নেই। আর হতে পারে না কেননা সেখানে জলসা হচ্ছে না। অথবা কেবল সেই সব ঘরগুলো ব্যতিত যাতে জলসার আলোচনা হয়। বরং আমি আশা করি রাবওয়ার যেসব পুরাতন ঘর রয়েছে, পুরাতন অধিবাসী, তাদের মাঝে

জলসার আলোচনা হতেই থাকে। আর যদি না হয় তাহলে হওয়া আবশ্যক যেন নব প্রজন্মের আর আগত প্রজন্মের মাঝে এর প্রতি আবেগ অম্লান থাকে। এটা এজন্য নয়, নতুন প্রজন্ম পরিতাপ করবে বরং এজন্য যে, নতুন প্রজন্ম তাদের মাঝে একটা দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে। নিরাশ হবে না বরং একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে সাময়িক এ বাধ্যবাধকতা আমাদের প্রেরণাকে মারতে পারবে না। আমাদের নিরাশ করতে পরবে না। আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে ঝুকা ও তাঁর সাহায্য যাচনা থেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না যে, এ দিন আমরা পুণরায় দেখার সৌভাগ্য পাব কিনা–যখন প্রত্যেক বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক এক উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে জলসার প্রস্তুতি ও ডিউটিতে অংশগ্রহণ করত। যখন জলসার প্রত্যেক শ্রোতা নিজের আত্মাকে সিক্ত করত। এ বিষয়টি নতুন প্রজন্মের অর্থাৎ যাদের জন্ম পরে হয়েছে তাদেরও জানানো দরকার। বরং বিগত ১৫/১৬ বছরে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তারাও এখন যুবক হয়ে গেছে। তাদেরও জানানো দরকার জলসার দিন কেমন হত? রাবওয়া তখন এক গরীব বরের সাজে সাজত।

বাজার সাজানো হত। অস্থায়ী বাজার বসত। যাতে লক্ষ লক্ষ মেহমানদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা যায়। স্পেশাল ট্রেন ও বাস সমূহ আসত। প্রত্যেক ঘর তাদের সমর্থানুযায়ী নিজেদের ঘর মেহমানদের জন্য পরিষ্কার করত। আরামদায়ক বানানোর চেষ্টা করত, সাজাত। ঘরের উঠানে অতিরিক্ত আবাসস্থল তৈরির জন্য তাবু লাগানো হত। কেননা অধিকাংশ ঘর এত ছোট ছিল, মেহমান ও মেযবানদের আবাসন তাবু ছাড়া সম্ভব ছিল না। অনেক গৃহবাসী তাদের ঘরের সব কক্ষ মেহমানদের সোপর্দ করে দিত। আর নিজেরা বাহিরে উঠানে তাবুর মধ্যে চলে যেত।

মোট কথা ত্যাগের এক আশ্চর্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচার হত যা রাবওয়াবাসীরা দেখত। মেহমানদের সেবা করে প্রত্যেকের মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠত। সুতরাং আমি যেভাবে বলেছি, এটা আমাদের লালিত স্বপ্ন, অলিক চিন্তা নয়, এটা আমাদেরকে নিরাশ করবে না বরং ঐ শান শওকত ইনশাআল্লাহ্ পুণরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, অবশ্যই হবে। আমাদের জন্য আবশ্যক, আমরা যেন খোদা তাআলার রহমত থেকে কখনও নিরাশ না হই। তার কাছে যেন যাচনা করে যেতে থাকি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আমরা এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখি যা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে এক নবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿۵۷﴾

"পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রভুর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়?" (সূরা হিজর : ৫৭)

আমাদের এ নৈরাশ্য নেই যে, ঐ দিন ফিরে আসবে কিনা, বা কিভাবে ফিরে আসবে। আমি যেভাবে বলছি, ইনশাআল্লাহ্, ঐদিন ফিরে আসবে। কেননা আমাদের ঐ খোদার শক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যখন জোর জবরদস্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় আর কোথায় পরিত্রাণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন এটা তার চিরাচরিত নিয়ম তিনি অবশ্যই তার প্রিয় বান্দার খোঁজ নেন। (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৪)

সুতরাং আমরা যদি আন্তারিকতা দেখিয়ে তার নিকট সাহায্য যাচনা করতে থাকি তাহলে অবশ্যই তিনি সাহায্য করেন এবং করবেন। যখন সব উপায় নি:শেষ হয়ে যায় তখনও আল্লাহ্ তাআলা যিনি অতীব তওবা গ্রহণকারী তাঁর উপকরণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এক জায়গায় বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۹﴾

এবং তিনি হলেন সেই সত্তা যিনি নিরাশার পর বৃষ্টি বর্ষিত করেন এবং নিজের অনুকম্পা ছড়িয়ে দেন। তিনিই সব কাজ ও প্রশংসার মালিক (আশ শূরা : ২৯)। আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় জীবনেই এটা খোদা তাআলার একটা সাধারণ নিয়ম। সাধারণভাবে খোদা তাআলা যখন নিরাশ লোকদের রহমতের দ্বারা সিক্ত করেন তখন যারা মু'মিন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿۲۷﴾

যারা ঈমান এনেছে, সত্যিকার মু'মিন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের বন্ধু। তাদেরকে তিনি নিরাশায় ছেড়ে দেন না বরং এমন মু'মিন যারা তাঁর সামনে নত হয়, যারা চরম বিনয় প্রকাশ করে, অবশ্যই তিনি তাদের সংবাদ নেন। তাদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই আসেন। নিজের রহমতকে তাদের জন্য প্রসারিত করে দেন। যার বর্ণনা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে এভাবে এ শব্দাবলীতে করেছেন– (আশ্ শূরা : ২৭)

মু'মিন ও নেক কর্ম সম্পাদনকারীদের দোয়া কবুল করেন, আর নিজ ফযল দ্বারা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কৃত করার পদ্ধতি ও মানদন্ড মানবীয় চিন্তাভাবনারও অনেক উর্ধ্বে। তাই আমরা যখন এমন খোদার প্রতি ঈমান এনেছি তখন কোন কারণ নেই পুরাতন অবস্থা এবং স্মৃতি আমাদেরকে নিরাশ করতে পারে। হ্যাঁ যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অনেক সময় মানুষ মনে করে, মুক্তির কোন আশা নেই। অর্থাৎ এমন অবস্থা যা মানুষের কর্তৃত্বাধীন হয় তখন **'লা তাকনুতু মির রাহমাতিল্লাহ্'**-এর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আর **'ওয়া ইয়ানশুরু রাহেমাতাহু'**-এর দৃশ্য এক দুর্বল মানুষ অবলোকন করে।

সুতরাং এটা আমাদের কর্তব্য আমরা যেন নিজের দিন ও রাত দোয়ার মধ্যে অতিবাহিত করি। বিশেষভাবে এই জলসার দিনগুলোতে যারা এ জলসায় এসে শরীক হয়েছেন। তারা কাদিয়ানে নিজেদের অবস্থানের প্রতিটি মূহূর্তে দোয়ায় ব্যায় করুন। বিশেষভাবে পাকিস্তান থেকে আগত আহমদীরা স্মরণ রাখুন, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কেউ নিরাশ হয় না। সুতরাং নিরাশ হওয়া অন্যদের কাজ। আমরা তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আমরা তো শেষ যুগের মাহ্দীর মান্যকারী।

আমাদেরকে তো আল্লাহ্ তাআলা এই মসীহ্ ও মাহ্দীর মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। আমাদেরকে অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার পরিবর্তে সোজা সরল পথে চলা শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আহমদীরা সাধারণভাবে এ বিষয়টি জানে। এজন্যই তো দৃঢ় ঈমানের সাথে এ কষ্টও সহ্য করে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা আহমদী বিরোধীদের প্রদত্ত কষ্টে কোন ভ্রুক্ষেপ করে না।

সে কারণেই তো নিজেদের শহীদদেরকে সম্মানজনকভাবে দাফন করার পর দোয়া করে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। অত:পর নিজের অশ্রু শুধুমাত্র খোদার সমীপেই প্রবাহিত করে। তবে কদাচিত এক দুই জন হয়তো কোথাও কোথাও কিছুটা বিচলিতও হয়ে যায়। যার ধর্মের বেশ ভাল জ্ঞান রাখে আর জামা'তের কাজও করে তারা বলে আবার কেউ কেউ আমাকেও লিখে, কাঠিন্যের দিন দীর্ঘয়িত হচ্ছে। কাল বা পরশুর কথা হচ্ছিল, এ কাল বা পারশু শেষই হচ্ছে না। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, জাতির জীবনে দিনের কোন গুরুত্বই নেই। জাতীর বয়সে কয়েক বছরের কোন গুরুত্ব থাকে না উন্নতিকারী জাতির দৃষ্টি শুধু একদিকে থাকে না, একটা দিকেই তারা দেখে না, তাদের দৃষ্টি জাতির সমষ্টিগত উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে পাকিস্তানের কঠিন অবস্থার পর, জামা'তি অগ্রগতি ও উন্নতির গতি কয়েকগুণ বেড়েছে। বরং আল্লাহ্ তাআলার ফযলে পাকিস্তানেও উন্নতি পূর্বের চেয়ে বেশি হচ্ছে, তবে হ্যাঁ অনেক কাঠিন্য রয়েছে, অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, আর্থিক ও প্রাণের ক্ষতি রয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্তকে জামা'তের সাথে সরাসরি এবং জামা'তকে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সরাসরি সাক্ষাত না লাভের একটা মর্মবেদনা দুই দিক থেকেই রয়েছে। নি:সন্দেহে এটা তার নিজের জায়গায় ঠিক কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পায় MTA -এ অর্ধেক সাক্ষাতের একটি রাস্তা আমাদের জন্য খুলে দিয়েছে। পাকিস্তানে যদিও ইজতেমাও জলসায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তবুও এমটিএ-এর মাধ্যমে অনেক জলসা ও ইজতেমাতে পাকিস্তানসহ বিশ্বের প্রত্যেক আহমদী শামিল হচ্ছেন। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সত্বেও খোদা তাআলা আধ্যাত্মিক খাবারকে বন্ধ হতে দেন নি।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার যখন এত অনুগ্রহ রয়েছে তখন কখনও কারো মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বরং এই দিনগুলোতে রাবওয়াবাসী ও পাকিস্তানবাসীকে নিজেদের এই ব্যাকুলতাকে খোদা তাআলার সমীপে বিনীত দোয়ার রূপান্তরিত করা উচিত। আমি নিজের স্মৃতিতে রাবওয়ার জলসার জাঁকজমক ও পুত পবিত্র পরিবেশকে নিয়ে চিন্তা করি, খোদা তাআলার তকদীরকে যা আহমদীয়াতের বিজয়ের তকদীর, এটা নিয়ে চিন্তা করি, আর এটাই প্রত্যেক আহমদীর কাজ। ঐ তকদীর যা মহানবী (সা.)-কে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে জগতে বিজয়ী করার তকদীর। যেটা মুহাম্মদী মসীহ্র জামা'তের সাথে জগতের অধিকাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার তকদীর। যেটা অন্যান্য জাতির মত পাকিস্তানীদের উপরও মসীহ্ মাওউদের সত্যতাকে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত প্রকাশের তকদীর। সুতরাং আমাদেরকে নিজেদের দোয়ায় এক বিশেষ ধরন সৃষ্টি করে এই ঐশী তকদীরকে নিজের জীবদ্দশাতে দেখার জন্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিনয়কে শেষ মার্গে পৌঁছিয়ে যাচনা করে যাওয়া উচিত।

রাবওয়ার জাঁকজমক ও পুতপবিত্র পরিবেশ আমার স্মৃতিতে এভাবে জাগরুক সর্ব উচ্চ যে, রাবওয়ার সড়কগুলোতে জলসা গাহে যাওয়া আসার সময় ভীর লেগে যেত । কিন্তু তা সত্বেও এ ভীড়ে কোথাও পরস্পর ঠেলাঠেলি হবে এটা সম্ভব ছিল না। পুরুষ ও মহিলারা যাওয়া বা নিজেরাও সতর্ক থাকতো। আর কোথাও যদি বিন্দুমাত্র কোন (সমস্যা) হতো তাহলে আতফালরা ও খোদ্দামরা যারা ডিউটিতে থাকতো, যারা রস্তায় ডিউটিতে পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য দাঁড়ানো থাকতো, তারা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতো।

আর দৃষ্টি আকর্ষণের পর তাৎক্ষণিকভাবে সবাই নিজ নিজ রাস্তায় চলতো। আর লোকদের এক ক্রমাগত ধারা চলতে থাকতো। যেভাবে পানির একটি স্রোত বা একটি নদী প্রবাহিত হয়, এভাবে লোকেরা জলসা গাহের দিকে যেত আর জলসা শেষ হওয়ার পর এভাবে ফিরে আসতো। রাস্তার এক পাশে পুরুষরা আর অন্য পাশে মহিলারা চলতো। প্রত্যেক পুরুষের মহিলার পবিত্রতার খেয়াল থাকতো। প্রত্যেক মহিলার নিজের লজ্জার খেয়াল থাকতো। পুরুষ মহিলা একে অন্যের রাস্তা ক্রস করার প্রশ্নই উঠতো না এমন কি কোথায়ও হোচট লাগার অবস্থা হলেও না। পর্দার বাধ্যবাধকতা ও চক্ষু অবনত রাখার দৃশ্যাবলী সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হত।

এ দৃশ্য মানুষকে মদীনার গলিতে নিয়ে যেত। আঁ-হযরত (সা.) যখন বলেন, পুরুষ মহিলা পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করুন। মহিলারা দেয়াল ঘেঁষে একপাশ হয়ে চলতে থাকুন। এত আনুগত্য হতো যে, বর্ণনায় এসেছে অনেক মহিলা এত বেশি দেয়ালের কিনার ঘেঁষে চলতো, অনেক সময় চাদর দেয়ালের পাথরের সাথে আটকে যেত। (সুনান আবু দাউদ কিতাবুন্ নাওম, বাব ফি মাশীয়ুন্ নিসায়ে মায়া' রিজালে ফিত্তারিক্বে, হাদীস নম্বর : ৫২৭২))

এগুলো সব এজন্য ছিল যে, তারা আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন আর নিজেদের লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। আমি যা বলেছি, এ দৃশ্য আমরা রাবওয়াতেও জলসার সময় দেখতাম। ইসলামী রীতির দৃষ্টান্ত রাবওয়াতে আগতরা সাধারণ দিনে সাধারণত আর জলসার দিনগুলোতে বিশেষভাবে দেখতো।

কাদিয়ানের রাস্তা ও গলিগুলি ছোট। এ কারণে এখানে যারা জলসাতে প্রথম বারের মত শামিল হচ্ছেন, বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশ থেকে আসছেন তাদেরও বলছি, অনেক সময় এমন ডিউটিরত কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া খেয়াল থাকে না পুরুষ ও মহিলা নিজ নিজ পৃথক রাস্তায় চলবে। কাদিয়ানের ব্যাপারে তো অন্যরাই আজ থেকে আশি/নব্বই অথবা একশ বছর পূর্বে লিখেছে, সেখানে ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামী মূল্যবোধ বা আসল ইসলামী দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এই ট্রেড দৃষ্টান্ত আজও কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত, যদিও দূর-দূরান্ত থেকে অন্যরাও জলসায় এসে থাকবে।

সুতরাং লজ্জা ও আত্ম-সম্মানবোধের প্রকাশ ও সংরক্ষণের সাথে সাথে জলসায় যারা শামিল হচ্ছেন তারা নিজেদের নামাযও বিশেষভাবে সংরক্ষণ করুন। আযানের ধ্বনির সাথে সাথে প্রত্যেকের যাত্রা মসজিদের অভিমুখে হওয়া উচিত। এভাবে জলসার কর্মকান্ড চলার সময়ও জলসার প্রোগ্রাম শুনার পুরোপুরি চেষ্টা ও মনোযোগ থাকা আবশ্যক। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জলসা কোন মেলা নয়। বর্তমান সংবাদ অনুযায়ী সেখানে এখন পর্যন্ত ছয় সাত হাজার মেহমান বাহির থেকে চলে এসেছেন, ইনশাআল্লাহ্ আরও আসবেন। প্রত্যেকেই জলসার পবিত্রতাকেও দৃষ্টিগোচরে রাখুন। বরং পাকিস্তান থেকে আগত অনেক মানুষকে, আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি জলসায় অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিক উপকার লাভের সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে প্রত্যেককে এক প্রকৃত মেহমানের মত কল্যাণ লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা আবশ্যক। নসিহত ও নির্দেশনার কথা শুরু হয়েছে তাই এদিকেও মনোযোগ আকৃষ্ট করে দেই যে, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় ও কর্মে পুরোপুরি কুরবানীর স্পৃহা থাকা আবশ্যক। না আবাসনের জায়াগায় কোন অনিয়ম, না খাওয়ার সময় কোন অনিয়ম, না জলসাগাহে প্রবেশ এবং বের হতে অনিয়ম হবে। অনিয়ম হয় সাধারণত নিজ স্বার্থের কারণে, নিজের অধিকার সর্বাগ্রে নেয়ার চেষ্টা করার কারণে। সুতরাং ছোট খাট বিষয় থেকে নিয়ে বড় বড় বিষয়েও যদি কুরবানীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয় তাহলে কখনও অনিয়ম হতে পারে না।

কখনও কখনও সুবিধাবাদী অথবা হিংসুক হিংসার কারণে চায় আর কখনও চেষ্টাও করে থাকে যে, কোন ভাবে কোন ব্যবস্থাপনায় যেন অনিয়ম সৃষ্টি কারা যায় যেন তার স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ হয়ে যায়। তাই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, কোন আহমদীকে কখনও এমন কোন সুযোগ ঐ লোকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী দেয়া উচিত নয় যাতে জামা'তের দুর্নাম হয় অথবা কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা হয়। কাদিয়ানে হিন্দুরা, শিখরা আর খৃষ্টানরাও থাকে, প্রত্যেক আহমদীর আবশ্যক সে যেন প্রত্যেককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

সাধারণভাবে সেখানকার অধিবাসীরা খুবই ভাল। কিন্তু কারো থেকে যদি কোন ভুল কথা হয়ে যায় তবুও নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কাদিয়ানের অধিবাসীদেরও এ বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। কখনও কোন মেহমানের আত্মভিমানের কারণে মেযবান বা ওখানকার অধিবাসীরা আবেগ তাড়িত হয়ে যান, অথবা কোন কথা শুনে আবেগ আপ্লুত হন। তাই কোন ধরনের এমন আবেগের প্রকাশ হওয়া উচিত নয়, যা থেকে কোন ধরনের ঝগড়া বা ফিৎনার ঝুকি জন্ম নিতে পারে। সেখানে বসবাসকারীরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রচলন করুন। চলতে ফিরতে একে অন্যকে চিনেন বা না চিনেন সালাম দিন। যেন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর আরও বৃদ্ধি পায়।

যাই হোক, যেভাবে আমি বলেছি, জলসার দিন পাকিস্তানে বসবসকারী আহমদীদের জন্য বিশেষ দিন, তারা এদিন দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করুন। জলসায় পাকিস্তান থেকে যারা কাদিয়ানে এসেছেন তারা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত লোকও, যারা ইন্ডিয়ান আছেন তারাও সবাই এ দিনগুলো বিশেষভাবে দোয়ায় অতিবাহিত করুন।

জলসায় অংশগ্রহণকারীরা তো বিশেষভাবে নিজেদের প্রতিটি মুহূর্ত দোয়ায় অতিবাহিত করবেন, আর করতে পারেন, কেননা তাদের জলসায় শামিল হওয়া তো আধ্যাত্মিক আশীষ লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আর না অন্য কোন কাজ আছে। আল্লাহ্ তাআলা এক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, মসীহ্ মাওউদের জনপদে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে এতো সংখ্যায় একত্রিত করে। আপনাদের আল্লাহ্ তাআলার সমীপে দোয়া করার সুযোগ হচ্ছে। তাঁর কাছে তাঁর আশীষ যাচনা করুন। তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের অবস্থা ও দেশের অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। এটা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ, **'উদউনী আসতাজিব লাকুম'** আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব আমি তোমাদের দোয়া শুনবো। এটা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে আর যখন পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন এর চেয়ে ভাল কোন সুযোগ হবে কী যখন এক দুর্বল বান্দা আল্লাহ্ তাআলার নিকট চাইবে। আজ কাল তো সবচে বেশি জোরজবরদস্তির অবস্থা পাকিস্তানের আহমদীদের উপর করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি নির্যাতিতদের দোয়া শুনি। সুতরাং এই দিনগুলোতে নিজেদের নিপীড়িত হওয়াকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে অশ্রু ঝড়ানোর মাধ্যমে বানান আর আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ লাভকারী হন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

অর্থাৎ অথবা আর তিনি কে যে অস্থির চিত্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন, যখন সে তাঁকে ডাকে, আর তার কষ্ট দূর করেন। আর তোমাদেরকে ভূপৃষ্টের উত্তরাধিকারী বানান, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তোমাদের মধ্যে অনেক কম লোক আছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা নাম্‌ল : ৬৩)

এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "দোয়ায় কবুলিয়তের প্রভাব তখন সৃষ্টি হয় যখন সেটি অসীম বিগলিত অবস্থায় পৌঁছে। যখন বিগলিত অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এটার কবুলিয়তের প্রভাব ও উপকরণও সৃষ্টি হয়। প্রথমে উপকরণ আকাশে সৃষ্টি হয়, তারপর এটা ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এটা ছোট বিষয় নয় বরং এটা এক অত্যন্ত মাহন বাস্তবতা বরং সত্য হচ্ছে এটি, যে ঐশী ঝলক দেখতে চায় তারা উচিত সে যেন দোয়া করে।" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৮)

সুতরাং নিজেদের দোয়ার প্রভাব ভূপৃষ্ঠে দেখানোর জন্য প্রথমে আকাশের অনুগুলোকে নড়াতে হবে। আপনারা কয়েক হাজার যারা নিজেদের বঞ্চিত অবস্থা দূর করার ও এক বিশেষ পরিবেশ থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা জলসাতে শামিল হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। নিজের এই বিগলিত অবস্থাকে সঠিক দিক প্রদর্শন

করে নিজের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপকরণ সৃষ্টির চেষ্টা করুন। যারা ডিউটি দিবে তারাও সেখানে চলে গেছেন। তারা শুধু এটা মনে করবেন না, তাদের উদ্দেশ্য শুধু ডিউটি দেয়া। নি:নিসন্দেহে এ খেদমত করুন কিন্তু চলতে, ফিরতে, উঠতে বসতে নিজের জিহ্বাগুলোকে যিকরে এলাহীতে সতেজ রাখুন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এর তৌফিক দিন।

যেভাবে আমি বলেছি এই সময় জলসাতে অংশগ্রহণকারী শুধুমত্র পাকিস্তানীদেরই ফরজ নয়, বরং সবাইকে এটা থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। পরিবেশও তৈরী হয়ে আছে তাই এ পরিবেশ থেকে পরিপূর্ণ লাভবান হোন। আর যেভাবে আমি বলেছি, বিশেষ করে পাকিস্তানীরা নিজেদের অবস্থার কারণে যা তাদের মাঝে বিগলিত অবস্থা রয়েছে, এটাকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে উপস্থাপন করুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি বিগলিত চিত্তের দোয়া শুনি। আর এমন বিগলিতরা শুধু নিজের জন্যই দোয়া করে না, বরং জামা'তের জন্যও দোয়া করছে।

আর জগতে রাসূল (সা.)-এর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দোয়া করছে। এমন বিগলিতদের দোয়া তো আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই শুনেন। আর কেবল এটি নয় বরং দুনিয়ার প্রতি সহমর্মিতায় তারা ধর্ম বর্ণ ভেদাবেধ না করে সবাইকে ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্যও দোয়া করে। তাহলে এমন মানুষের দোয়া আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই শুনেন। যারা সৃষ্টির প্রতিও সহমর্মিতা প্রদশ্ন করে, মানবতার প্রতিও সহমর্মিতা রাখে আর ধর্মের প্রতিও সহমর্মিতা রাখে তাদের দোয়া আল্লাহ্ তাআলা শুনেন।

আবার আল্লাহ্ তাআলা শুধু এতটুকুই বলেন নি, আমি তোমাদের বিগলিত চিত্তের দোয়া কুবল করে তোমাদের কষ্টকে দূর করব। তোমাদের ব্যক্তিগত ও জামা'তী কষ্টকে দূর করে দেয়া হবে, তোমাদের কষ্টদাতাদের হাতকে রুখে দেব। আল্লাহ্ তাআলা কষ্ট দূর করার চিকৎসা পত্র শুধু মাত্র কষ্ট দূর করার মাধ্যমেই করবেন না বরং বলেছেন, **'ইয়াজআলুকুম খুলাফা আল আরদি'** অর্থাৎ তোমাদেরকে জগতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। পূর্বে বানানো হয়েছে আর ভবিষ্যতও তার অমোঘ বিধান এমনই।

সুতরাং এটাই ঐশী অমোঘ বিধান, তাই নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কেবল কষ্ট দূরই হবে না, বরং তোমাদের কষ্ট দূর করার পর তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী বানানো হবে। সুতরাং নিজের অসহায়ত্বের কান্না কাঁদবে না। এটা কাল পরশু কবে আসবে সেটির কথা না বল । যদি তোমাদের বিনয় ও বিগলিত দোয়া অভ্যাহত থাকে তবে তোমাদের এ কষ্ট দূর করতে কাল পরশু চলেই আসবে।

আর শুধু কষ্ট দূর করতেই আসবে না, বরং বিরোধীদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করতে আসবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং প্রকৃত উপাস্যের সমীপে অবনত হয়ে তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করুন। প্রত্যেক ধরনের নৈরাশ্য ও শিরক এটা গোপন শিরকই হোক না কেন এটা থেকে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করুন। নিজের বংশধরদের রক্ষা করুন।

তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কারাদি থেকে কল্যাণ পেতে থাকবো। অতএব আমাদের খোদা কতই না প্রিয় যিনি বলেন, যদি তোমরা আমার একনিষ্ঠ ইবাদতকারী হও, তাহলে আমি তোমাদের যাচনাকৃত দোয়ায় তোমাদের যাচনার চেয়েও বেশি ফল দিব। এই ভুল ধারণায় থাকবেন না, জানি না আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছেও কিনা? আল্লাহ্ বলেন, তিনি তোমাদের অনেক নিকটে।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে তিনি এটাই বলেছেন।আমি এতোই নিকটে যে যখন এক বান্দা পরিশুদ্ধ হয়ে দোয়া করে আমি তার দোয়ার উত্তর দেই। তবে একটা শর্ত, তোমরা যে বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে শুরু করেছ, এটাকে অব্যাহত রাখতে হবে আর আমার বিধানাবলীর উপর আমল করতে হবে। আমি যে কথাগুলো বলি, তাতে লাব্বায়েক বলতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "দোয়া এবং এর কবুলিয়তের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক সময় পরীক্ষার পর পরীক্ষার আসে। আর এমন এমন পরীক্ষা আসে যে, কোমর ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও পবিত্র চিত্তের লোকেরা এ পরীক্ষা ও বিপদাবলীতে নিজের প্রভূ-প্রতিপালকের সহযোগিতার, সুঘ্রাণ পায়। আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে এরপরে সাহায্য আসে।"

এখন দেখুন তিনি বলেছেন–সুঘ্রাণ পায়। আমরা তো জামা'ত হিসেবে এই বিরোধিতা এবং কষ্টের শুধুমাত্র সুঘ্রাণই পাই নাই, বরং তার ফলও খাচ্ছি। নি:সন্দেহে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিগত কুরবানী এবং শাহাদতের পর আফসোস করি, দুঃখে ভারাক্রান্তও হই, দুঃখও হয়, কষ্টও হয়। কিন্তু এ শাহাদত, ও কুরবানীগুলো আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়ে জামা'ত ফুলে ফলে সুসজ্জিত হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, "পরীক্ষা আসার ফলে একটা লাভ এটাও হয়, দোয়ার জন্য আবেগ বৃদ্ধি পায়। কেননা যতই অত্যাচার নির্যাতন বাড়তে থাকে ততই আত্মার বিগলন সৃষ্টি হয়। আর এটা দোয়ার কবুলিয়তের লক্ষণ। সুতরাং কখনও ভয় পাওয়া উচিত নয়। অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হয়ে নিজের আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। কখনও এটা ভাবা উচিত না, আমার দোয়া কবুল হবে না, অথবা হয় না। এমন ধারণা আল্লাহ্ তাআলার ঐ গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে যে, তিনি দোয়া কবুলকারী।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৮)

অর্থাৎ যদি এটা মনে করেন, আমার দোয়া কবুল হবে না তাহলে আল্লাহ্ তাআলা দোয়া কবুল করেন এ গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়।

সুতরাং আজ পাকিস্তানের আহমদীদের চেয়ে বেশি এ কথাকে কে জানতে পারে, অথবা ভারতের কতক আহমদী যাদের উপর যুলুম নির্যাতন করা হচ্ছে, অথবা জগতের অন্যান্য দেশের আহমদী যারা কষ্ট এবং কাঠিন্যে চলেছে তাদের চেয়ে আর বেশি কে জানে, দুর্ভাবনা ও জবরদস্তি কি জিনিস? সুতরাং যখন নির্যাতন হয় তখন দোয়া কবুলিয়তের সময় নিকটে আসে।

আজ আমি এ আলোকে জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে এবং পাকিস্তানী আহমদীদের বলছি, যাদের মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জনপদে জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হচ্ছে আপনারা নিজেদের দুর্ভাবনা ও কাঠিন্যকে দোয়া এবং অশ্রুতে অতি সিক্ত করে তুলুন। আর এটাকে পূর্বের চেয়ে বেশি

নিজের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিন যাতে এক প্রকৃত বিপ্লব সাধনকারী হতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, তিনি বলেন, "জগতে এমন কোন নবী আসেন নি যিনি দোয়ার শিক্ষা দেননি। এ দোয়া এমন জিনিস যা বান্দা ও খোদার মাঝে এক বন্ধন সৃষ্টি করে।" এ রাস্তায় পা রাখাও কষ্টকর। কিন্তু যে পা রাখে তার ক্ষেত্রে দোয়া এমন এক মাধ্যম যা বিপদাবলীকে সহজ ও সরল করে দেয়। যখন বান্দা খোদা তাআলার নিকট অনবরত দোয়া যাচনা করে তখন সে অন্য মানুষে পরিণত হয়ে যায়।

তার আধ্যাত্মিক ময়লাসমূহ দূর হয়ে এক প্রকার প্রশান্তি ও আরাম লাভ হয়। আর প্রত্যেক ধরনের গোঁড়ামী ও লৌকিকতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি থেকে পৃথক হয়ে ঐ রাস্তায় যেসব বিপদাবলী আসে সেগুলো সব সহ্য করে নেয়। যে কাঠিন্যকে অন্যরা সহ্য করতে পারে না সে কেবল খোদার জন্য, খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করে নেয়। তখন খোদা তাআলা যিনি রহমান ও রহীম আর তাঁর আপাদমস্তক রহমত-তিনি সদয় দৃষ্টিপাত করেন এবং তার সমস্ত দুঃখ কষ্টকে আনন্দে বদলে দেন। (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৯২)।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এমন দোয়া করার তৌফিকও দিন। আর আমাদের দোয়াসমূহকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দিন। আমাদের কষ্টকে দূর করুন। আর দ্রুত এটাকে আনন্দে পরিবর্তিত করে দিন। আমাদেরকে সর্বদা ঐ বান্দাদের মধ্যে গণ্য করুন যাদের উপর সর্বদা তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি থাকে।

আজও একটি হৃদয় বিদারক সংবাদ রয়েছে। মর্দানে আমাদের এক যুবককে কাল শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদ মরহুম তার পিতা মোকাররম শেখ জাভেদ আহমদ সাহেব এবং নিজ চাচাতো ভাই শেখ ইয়াসির মাহমুদ সাহেব পিতা মোকাররম শেখ মাহমুদ সাহেব শহীদ এর সাথে দোকান থেকে সন্ধ্যা পৌনে সাতটার সময় ঘরে ফেরৎ আসছিলেন। মোটর সাইকেল আরোহী হামলাকারী পাশ্চাদধাবন করে ফায়ারিং করে। এতে মরহুম ঘটনা স্থলেই নিহত হন। শহীদ উমর জাবেদ সাহেব পিছনের সীটে বসা ছিলেন।

তার মাথা ও কোমরে গুলি লাগে। সামনের সীটে অবস্থানকারী শহীদ মরহুমের পিতা এবং শেখ জাভেদ আহমদ সাহেবের বাহুতে গুলি লাগে যাতে তারা আহত হন। ড্রাইভিং এর দায়িত্বে থাকা শেখ ইয়াসির মাহমুদ সাহেবের হাতে কাঁচের টুকরো লেগে আহত হন। দু'জন আহত যারা ছিলেন তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে তারা ভাল আছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঝামেলা থেকেও রক্ষা করুন এবং শীঘ্রই পূর্ণ আরোগ্য দিন। যে চিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে গাড়িতে প্রায় সতের আঠারটি গুলি লেগেছিল। যাই হউক এরপর অপরাধী পালিয়ে গেছে তথাপি সীমান্ত প্রদেশে এখন পর্যন্ত এ ভদ্রতা রয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রীর পিতা মাহমুদ আযম খান হূতী সাহেব আহতদের দেখা শুনার জন্য এসেছেন। আবার হাসপাতালে স্টাফদের নির্দেশনাও দিয়েছেন, তাদের যেন সঠিক চিকিৎসা করা হয়।

আর শহীদের ঘরে সমবেদনা জানাতেও গিয়েছেন। এই বংশের নিয়াজ দীন সাহেব ১৯০৭ সালে বয়আত করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। শহীদের দাদা শেখ নাযির আহমদ সাহেব ১৯৩২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত নেন।

তার সম্পর্কে পূর্বেও আমি বলেছি যে, শহীদের চাচা এবং শ্বশুর শেখ মাহমুদ সাহেবরা সাত ভাই ছিলেন। এ বংশে পূর্বেও শহীদ হয়েছেন। মর্দানের মসজিদে যে আত্মঘাতি হামলা হয়েছিল তাতে শহীদের চাচাতো ভাই শেখ আমের রেজা পিতা শেখ মুশতাক আহমদ সাহেব শহীদ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার চাচা পিতা শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেবকে ৮ নভেম্বর ২০১০ইং শত্রুরা শহীদ করে।

সে সময় ফায়ারিংয়ে তার ছেলে আহত হয়েছিল। ১৯৭৪ সালেও তার শ্বশুর বাড়ির এক ব্যক্তিকে শহীদ করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে এ বংশে শাহাদাতের ধারা চলে আসছে। তারপরও তারা সমস্ত বিপদাবলী ও দুঃখকষ্টকে সহ্য করে যাচ্ছেন। আর পুরো বংশ খুবই বীরত্বের সাথে এটা মোকাবেলা করে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় বিগত শাহাদতে আমার তার সাথেও কথা হয়েছিল কেননা তাদের সবার সাথে আমার কথা হয়েছে, হয়তো তার সাথেও কথা হয়েছিল। সবাই খুবই সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেছেন।

মরহুমের চাচা ও শ্বশুর মোকাররম শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেব, শহীদ ও তার সব ভাই বিভিন্ন সময় ২০ এর অধিক জামাতী কেইসে আসীরানে রাহে মওলা হয়েছেন। শহীদের দুই চাচাকে এক জামাতী মামলায় আদালত পাঁচ বছর কারাদন্ডের শাস্তি দিয়েছিল। যখন কিনা ঐ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল তিন বছর, তবে পরে হাইকোর্ট তাদের মুক্তি দিয়েছিল। যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই বংশে অপহরণও হয়েছে। তাদের দোকানে একবার বোমা বিস্ফোরণও ঘটানো হয়েছে। চাচার সাথেই তিনি ব্যবসায় শামিল ছিলেন। মর্দান-এর জেলা নাযেম খেদমতে খালক ছিলেন, মোহাসেব ছিলেন। সাধারণভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

আমি বলেছিলাম, সন্ধ্যায় হতেই নিজেদের ব্যবসা বন্ধ করে চলে আসবেন। যাই হোক ঐ দিন তিনি আসছিলেন। ঘরের প্রায় নিকটে পৌঁছে; প্রায় তিন চার শ গজ দূরে ছিলেন। তখন তাদের উপর ফায়ারিং করা হয় আর তিনি শহীদ হন। গত দুই বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়েছে। তার স্ত্রী আছেন। তিনি সন্তান সম্ভবা।

আল্লাহ্ তাআলা তার স্বাস্থ্য ভাল রাখুন। আর প্রত্যেক ধরনের ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তাআলা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর যাদের তিনি রেখে গেছেন তাদেরকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সাহস দান করুন। এখন নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তার গায়েবে জানাযার নামায পড়া হবে।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।
সহযোগিতায়: মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।